ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩২৯
আগরতলা,২৪ এপ্রিল,২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

গত ১৯ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে "আজকের ফরিয়াদ'' পত্রিকায় ‘রাজধানীর বাজারে অসাধু ব্যবসায়ীদের লুটের রাজত্ব’ শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের নজরে এসেছে। এ বিষয়ে দপ্তর থেকে স্পষ্টিকরণে জানানো হয়েছে, আজকের ফরিয়াদ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে প্রধানত স্থানীয় বাজারগুলোতে সব্জি এবং কিছু কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রীর অনিয়ন্ত্রিত মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে এবং খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকদের পক্ষ থেকে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ করা হয়েছে। এই সম্পর্কে সারা দেশে বর্তমানে চালু অত্যাবশকীয় পণ্য আইন, ১৯৫৫-এর বিস্তৃতি এবং পরিধির আওতায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর যোগান এবং খুচরো মূল্য নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে দপ্তরের আধিকারিকগণের পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে প্রকৃত তথ্য জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে উল্লেখ করা হলো।

প্রতিটি মহকুমায় মহকুমা শাসকের তত্ত্বাবধানে খাদ্য ও জনসংভরণ, ওজন ও পরিমাপ, কৃষি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি দপ্তরের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নিয়ে একটি যৌথ নজরদারি টিম প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। এই সকল আধিকারিকগণ নিয়মিত বাজার পরিদর্শন করে বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর যোগান, বহির্রাজ্য থেকে আমদানি সম্পর্কিত বিষয়, পাইকারী / খুচরো মূল্য এবং অবৈধ মজুতদারি ও কালোবাজারি ইত্যাদি বিষয়গুলির ওপর নজরদারি করে থাকেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সংবাদপত্রে উল্লেখিত আলু, পেঁয়াজ, সব্জি ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রী বর্তমানে অত্যাবশকীয় পণ্য আইন, ১৯৫৫ এর আওতার বাইরে থাকায় এ সকল সামগ্রীর পাইকারী, খুচরো মূল্য সরকার কর্তৃক সরাসরি নির্ধারিত করা আইনত সম্ভব নয়। যদি কোনও অসাধু ব্যবসায়ী কর্তৃক অবৈধ মজুতদারি এবং কালোবাজারির কোনও সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেলে তৎক্ষনাৎ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

সব্জি প্রধানত মরশুমি ফসল এবং এর মূল্য বাজারের চাহিদা এবং যোগানের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। পাশাপাশি, মরশুমের বৃষ্টিপাত, আবহাওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলো এর উৎপাদন ও দাম নির্ধারণে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে।

আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রীর চাহিদা আমাদের রাজ্যে প্রধানত অন্যান্য দূরবর্তী রাজ্য থেকে আমদানির ওপর নির্ভরশীল। যার ফলস্বরূপ, প্রত্যেকটি সামগ্রীর উৎসে দাম বাড়া অথবা কমা ফলনের পরিমাণ, পরিবহণজনিত ব্যয় ইত্যাদি বিষয়গুলো রাজ্যের বাজারে মূল্য নির্ধারণের মুখ্য ভূমিকা নেয়। পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, বর্তমানে রাজ্যের বাজারগুলোতে এসকল সামগ্রীর পাইকারী / খুচরো মূল্য অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

*****